



215535 - সাধারণ মানুষের উপর আবশ্যিক স্থানীয় আলমেদরে তাকলীদ করা এবং তাদের মতামতেরে বাইরে না যাওয়া

প্রশ্ন

সাধারণ মুসলমিরে জন্য ফতোয়া জিজ্ঞাসে করা এবং য়ে কোন আলমেরে উক্তি গ্রহণ করা কী জায়যে? নাকি তার উপর আবশ্যিক হলো সয়ে য়ে দেশে বাস করে সয়ে দেশে স্থানীয় আলমেদরে কাছয়ে ফতোয়া জিজ্ঞাসে করা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মানুষ তনি ভাগয়ে বিভিক্ত:

প্রথম ভাগ: মুজতাহদি আলমে। তনি এমন ব্যক্তি যার কাছয়ে কুরআন-হাদসিরে ভাষ্য থকয়ে সরাসরি বধিান নরিণয় করার যোগ্যতা রয়ছেয়ে। এমন ব্যক্তির জন্য অন্য কোন আলমেরে তাকলীদ করা জায়যে নয়। বরং তনি তাঁর ইজতহিদরে অনুসরণ করবনে; সটো তার যামানার আলমেদরে অভিমতরে মোতাবকয়ে হোক; কথিবা বরিদৌহী হোক।

দ্বিতীয় ভাগ: ইলমে দ্বীন চরচায় অভিজ্ঞতা লবিুল ইলম। যার এমন অভিজ্ঞতা হয়ছেয়ে যয়ে, তনি আলমেদরে মতভদেপূর্ণ উক্তিগুলোর মাঝয়ে প্রাধান্য দেয়ার যোগ্যতা রাখনে; যদও তনি ইজতহিদরে স্তরে না পট্টে থাকনে। এমন ব্যক্তির জন্যও কোন আলমেরে তাকলীদ করা আবশ্যকীয় নয়। বরং তনি আলমেদরে মতামতগুলোর মধ্যয়ে তুলনা করে নিজেরে কাছয়ে যটোকয়ে অগ্রগণ্য মনে হয় সটোর অনুসরণ করবনে।

তৃতীয় ভাগ: সাধারণ মানুষ। যাদরে কাছয়ে যথেষ্ট শরয়ী ইলম নাই; যার মাধ্যমে তারা আলমেদরে মতভদেগুলোর মাঝয়ে প্রাধান্য দেয়ার যোগ্য হবনে। এ শ্রেণীর লোকদেরে পক্ষয়ে কুরআন-হাদসিরে ভাষ্য থকয়ে বধিান নরিণয় করা সম্ভবপর নয়, আলমেদরে মতভদেগুলোর মধ্যয়ে প্রাধান্য দেয়ো সম্ভবপর নয়। তাই তাদের উপর আবশ্যিক হলো আলমেদেরকয়ে জিজ্ঞাসে করা এবং তাদের মতামতরে অনুসরণ করা। আল্লাহ তাআলা বলনে: “তোমরা আলমেগণকয়ে জিজ্ঞাসে কর; যদ তি তোমরা না জান।” [সূরা নাহল, ১৬: ৪৩]

তাদের উপর আবশ্যিক তাদের সমকালীন আলমেদরে তাকলীদ করা; বরং তাদের স্থানীয় আলমেদরে তাকলীদ করা। যাতয়ে করে তাদের জন্য এমন কোন পথ না খোলা হয় যয়ে, তারা আলমেদরে অভিমতগুলোর মধ্য থকয়ে যটো খুশি সটোর অনুসরণ করবনে;



অথচ অভিমতগুলোর মধ্যে প্রাধান্য দায়ের যোগ্যতা তাদের নই। তারা সবসময় সহজ ও তাদের প্রবৃত্তির মতোভাবে অভিমতটি বাছাই করে নবিলে। এর পরণিতিতে ব্যাপক মতভেদে ও মতপার্থক্য সংঘটিত হবলে এবং মানুষ একটু একটু করে দ্বীনী বধি-বধিান থেকে মুক্ত হতে থাকবলে।

আলমেগণ এই তনি প্রকার মানুষের কথা সুস্পষ্টভাবে উদ্ধৃত করছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার মানুষের কথা ‘আল-তুফী’ তাঁর ‘মুখতাছারুর রাওয়া’ গ্রন্থে (৩/৬২৯) বলেন:

“যদি কোনে মুজতাহদি আলমে ইজতহাদ করনে এবং তার প্রবল ধারণা হয় যে, এটাই বধিান তার জন্য অন্য কারো তাকলীদ করা সর্বসম্মতক্রমে নাজায়যে। অর্থাৎ এতে কোনে দ্বমিত নই।

আর যে ব্যক্তি কোনে বধিান নয়লে এখনও ইজতহাদ করনেনি; তবে ইজতহাদ করার যোগ্যতা থাকার কারণে নকিটবর্তী শক্তি প্রয়োগ করে তনি নিজলে বধিানটি জানতে সক্ষম তার জন্যেও অন্যরে তাকলীদ করা নাজায়যে। সেই অন্য তার চয়ে বশৌ জ্ঞানী হোক কথিবা কম জ্ঞানী হোক; সাহাবীদরে কটে হোক কথিবা অন্য কটে হোক।[সমাপ্ত]

আর তৃতীয় শ্রণৌ হচ্ছলে সাধারণ মানুষ। ‘তানক্বীহুল ফাতাওয়াল হামদিয়্যা’-তে (৭/৪৩১) এসছে: “টীকা: সাধারণ মানুষের কাজ হলো ফকাহবদিদরে অভিমতকে আঁকড়ে ধরা এবং তাদের কথা ও কাজরে অনুসরণ করা...। সাধারণ ব্যক্তির পূর্ববর্তীদের অভিমতগুলো থেকে নরিবাচন করার অধিকার নই। তবে সমকালীন আলমেদরে অভিমতগুলো থেকে সে নরিবাচন করতে পারনে যদি সমকালীন আলমেরা সবাই ইলম, সত্যবাদতি ও আমানতদারতিতে সমমানরে হয়। যে ব্যক্তি নিতুন কোনে মাসয়ালার মুখোমুখি হয়েছলে এবং তার যামানার আলমেগণ তাকে সাহাবীদরে অভিমতগুলো জানাল সেই অজ্ঞে ব্যক্তির তাদের অভিমতগুলো থেকে কোনে একটিকে নরিবাচন করার অধিকার থাকবলে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনে আলমে দললিরে ভিত্তিতে তার জন্যে নরিবাচন করে দনে।”[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “মানুষের স্তরভেদে রয়েছে। তাদের মধ্যে কটে ইজতহাদরে স্তরে। কটে এর নীচে। তাদের মধ্যে কটে কোনে এক মাসয়ালার ক্ষেত্রে মুজতাহদি, এই মাসয়ালার খুঁটিনাটি জানলে, গবেষণা করতে পারে, সত্য উদঘাটন করতে পারে; কন্তু অন্য মাসয়ালায় পারে না। তাদের মধ্যে কটে আছে কিছুই জানলে না। তাই সাধারণ মানুষেরে মাযহাব হচ্ছলে তাদের আলমেদরে মাযহাব। এ কারণে কোনে ব্যক্তি যদি আমাদরেকে বলে যে, অবশ্যই আমি সগিারেটে খাব। যহেতু অন্য মুসলমি দেশে এমন ব্যক্তি আছে যনি বলেন: সগিারেটে খাওয়া জায়যে। আমার তাকলীদ করার অধিকার আছে। আমরা তাকে বলব: আপনি এটি করতে পারনে না। কারণ আপনার উপর আবশ্যিক তাকলীদ করা। আপনার দেশরে আলমেগণরে তাকলীদ করার অধিকার অগ্রগণ্য। যদি আপনি অন্য দেশরে কারো তাকলীদ করনে তাহলে এমন বিষয়েরে ক্ষেত্রে বেশিখলা হবলে যাতলে কোনে শরয়ী দললি নই। যদি কটে বলে যে, সে দাঁড়ি ফলে দবিলে। কনেনা কোনে কোনে দেশরে আলমেগণ বলেন: এতে কোনে অসুবধি নই। আমরা বলব: এটা হতে পারে না। আপনার কর্তব্য তাকলীদ করা। আপনি আপনার দেশরে আলমেদরে সাথে মতভেদে করতে



পারনে না। কটে যদি বললে আমি নিকেকারদরে কবররে চতুর্দিকে তাওয়াফ করতে চাই। কেননা কোন কোন দেশে আলমে বলেন: এতে অসুবিধা নাই। কথিবা বলে: আমি তাদরে ওসলিা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে চাই। কথিবা এ জাতীয় কোন কথা। আমরা বলব: এটি হতে পারে না। সাধারণ মানুষেরে দায়িত্ব তার দেশে নরিভরযোগ্য আলমেদরে তাকলীদ করা; যাদরে প্রতি তার আস্থা হয়। এটি আমাদরে শাইখ আব্দুর রহমান আস-সাদী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: সাধারণ মানুষ তাদরে দেশে বাইরে আলমেদরে তাকলীদ করবে না। কেননা এর ফলে বশিষ্টা ও বিভিদে ঘটবে। যদি কটে বলে: আমি উটরে গেশত খয়ে ওয়ু করব না। কেননা কোন কোন দেশে আলমেগণ বলেন: উটরে গেশত খয়ে ওয়ু করা ওয়াজবি নয়। আমরা বলব: এটি হতে পারে না। ওয়ু করা আপনার উপর আবশ্যিক। কেননা এটি আপনার মাযহাবের আলমেদরে মাযহাব। আপনি যাদরে মুকাল্দি (তাকলীদ করেন)।”[লকিআতুল বাব আল-মাফতুহ (১৯/৩২)]

তিনি আরও বলেন: “আর সাধারণ মানুষকে স্থানীয় আলমেগণেরে অভিমিত মানতে বাধ্য করা হব; যাতে করে সাধারণ মানুষ বশিষ্টা না হয়। কেননা আমরা যদি সাধারণ মানুষকে বলি: আপনি যে কোন অভিমিত পান না কনে সটো গ্রহণ করতে পারনে তাহলে এই উম্মত এক উম্মত থাকবে না। এ কারণে আমাদরে শাইখ আব্দুর রহমান সাদী বলেন: ‘সাধারণ মানুষেরে মাযহাব তাদরে আলমেগণেরে মাযহাব। উদাহরণতঃ আমাদরে এখানে সটোদি আরবে নারীর ওপর মুখ ঢাকা ওয়াজবি। আমরা আমাদরে নারীদরেকে তা করতে বাধ্য করব। যদি আমাদরেকে কোন নারী বলে যে, আমি অমুক মাযহাবেরে অনুসরণ করব। সে মাযহাবে মুখ খোলা জায়বে। আমরা বলব: আপনার সটো করার অধিকার নাই। কেননা আপনি সাধারণ মানুষ। আপনি ইজতহিদরে স্তরে পৌঁছেননি। আপনি সেই মাযহাব অনুসরণ করতে ইচ্ছুক যহেতু সটো ছাড়। এভাবে ছাড় খুঁজে খুঁজে আমল করা হারাম। তবে কোন আলমেই ইজতহিদ (ফকিহী গবষণা)-এর ফলাফল যদি এটা হয় যে, নারীর চহোরা খোলা রাখা; তাহলে এতে কোন অসুবিধা নাই। তিনি যদি বলেন: আমি আমার নারীর চহোরা খোলা রাখব। সক্ষেত্রে আমরা বলব: এতে অসুবিধা নাই। তবে তিনি এমন দেশে তার স্তরীর চহোরা খোলা রাখতে দবিনে না যাই দেশে নারীরা মুখ ঢেকে চলে। এটি তাকে করতে দোয়া হব না। কারণ তিনি অন্যকে নষ্ট করবেন। কারণ এই মাসয়ালায় মুখ ঢাকা যে উত্তম এতে সবাই একমত। মুখ ঢাকা যদি উত্তম হয় আর আমরা যদি তাকে উত্তমটি করতে বাধ্য করি তাহলে আমরা তাকে তার মাযহাব অনুযায়ী হারাম কিছু করতে বাধ্য করলাম না। বরং আমরা তাকে তার মাযহাব অনুযায়ী উত্তমটি করতে বাধ্য করলাম। এবং অন্য আরকেটি কারণে বাধ্য করলাম সটো হলো যাতে করে এই রক্ষণশীল দেশে অন্য কটে তার তাকলীদ না করে। অন্যথায় বিভিদে হব এবং ঐক্য নষ্ট হব। পক্ষান্তরে তিনি যদি তার দেশে ফরিে যান আমরা তাকে আমাদরে অভিমিত মানতে বাধ্য করব না; যহেতু মাসয়ালাটি ইজতহিদযোগ্য, এই মাসয়ালার দলিলগুলো পর্যালোচনা করা ও প্রাধান্য দয়ের অবকাশ রয়েছে।”[লকিআতুল বাব আল-মাফতুহ (১৯/৩২)]

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।